

চর্যাপদে তৎকালীন সমাজ ও মানুয

মোহাম্মদ ইনজামাম

এমফিল গবেষক

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

পাণীন যুগ

- ৬৫০ সাল-১২০০ সাল
- নমুনা:
 - চর্যাপদ

মধ্যযুগ

- ১২০০ সাল-১৮০০ সাল
- নমুনা:
 - শীকৃষ্কীর্তন
 - মঙ্গলকাব্য
 - বৈষ্ণব পদাবলি
 - অনুবাদ সাহিত্য
 - আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য
 - কবিগান ও শায়ের

আধুনিক যুগ

- ১৮০০ সাল-আজ পর্যন্ত
- বাংলা গদ্যরীতি পরিকল্পনা ও পণয়ন
- উপন্যাস, নাটক, কবিতা, পর্বন্ধ, সমালোচনা, আত্মজীবনী ইত্যাদি নানাধারায় বিকশিত হয় বাংলা সাহিত্য।

চর্যাপদ

- ১৫০-১২০০ অব্দের মাঝে রচিত।
- অনন্যমতে, ৬৫০ অব্দে এর রচনা শুরু হয়।

- বাংলা এবং নবয় ভারতীয় আর্যভাষার পঁচীনতম নিদর্শন।
- ২৪ জন বৌদ্ধ বাউল কবির রচিত পদ বা গানের সংকলন।
- পদগুলো যে ভাষায় লিখিত সেটিকে অনেক পণ্ডিত বলতে চান সন্ধিয়া ভাষা।

চর্যাপদের খোঁজ

- ১৯০৭ সালে হরপসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবার থেকে আরো তিনটি বইয়ের সাথে নিয়ে আসেন।
- ১৯১৬ সালে শাস্ত্রী এগুলো ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা’
- ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘Origin and Development of the Bengali Language’ বইয়ে পর্মাণ দেখান যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা।
- ১৯২৭ সালে ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চর্যাপদের ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন।
- ১৯৩৮ সালে পর্বোধচন্দ্র বাগচী একটি তিব্বতি অনুবাদ খুঁজে পান।

চর্যাপদের ভেতরে

- চর্যাপদের টীকাকারের নাম মুনিদত্ত।
- তাঁর দেয়া নাম ‘আশ্চর্যচর্যাচয়’।
- পুঁথিতে উল্লেখকৃত নাম ‘চর্যাচর্যবিনিশ্চয়’
- আমরা বলতে চাই, ‘চর্যাপদ’
- মোট পদ ৫১টি
- পরস্পর পদ সাড়ে ৪৬টি। তিনটি এবং একটির অধিকের পাতা নষ্ট। ১টির টীকা মুনিদত্ত দেন নি।
- বাগচীর পাওয়া তিব্বতি অনুবাদ থেকে ৫১টি পদের পার্থক্য করা হয়।

চর্যাপদে বর্ণিত অঞ্চল

অধিকাংশ চর্যাগীতি
বাঙলা দেশের আবহে
এবং বাঙালির রচিত
তাতে সন্দেহ নেই।

(আহমদ শরীফ)

- লুইপা, শবরীপা, বিরুপা, কুকুরীপা, ধর্মপা, জয়নন্দী
বাংলার মানুষ।
- তিঁপুড়া, সৌরাষ্ট্র, মণিভদ্র, গহর অঞ্চলের আছেন কেউ
কেউ।
- বাংলাদেশ, বঙ্গাল জাতি, পউয়া (পদ্ম) খাল, বঙ্গ প্ৰভৃতির
উল্লেখ রয়েছে।
- বাঙালির সমাজের সাথে জীবননৈকট্য রয়েছে।

পরিসংখ্যান

চর্যাপদের করিদের পঁতেয়কের নামের শেষে গৌরবসূচক ‘পা’ যুক্ত রয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগ বাঙালি, কেউ কেউ নন।

- কাহ্নপার ১২টি,
- ভুসুকুপার ৮টি
- সরহপার ৪টি
- লুইপা, শান্তিপা, শবরপার ২টি ও
- অনন্দের ১টি করে পদ পাওয়া যায়।

চর্যাপদের জনগণ

- চর্যাপদে বিধৃত জীবন-জীবিকা ও প্রতিবেশ উড্ডিষয়া-বিহার-বাংলা-আসামের প্রতিনিধিস্থানীয় বৃহত্তর সমাজের চিত্র দান করে না, কেবল বহির্গামবাসী অন্তর্জ শেণির যারা সাধারণত নির্বিত্ত নিরক্ষর-নি:শাস্ত্র নি:সব মানুষ-পারিবারিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনের খণ্ডচিত্র কিছুটা পরিসঙ্গিকভাবে- অর্থাৎ রূপক-উপমা-উৎপেক্ষা রূপে বিধৃত দেখতে পাই।'

(শরীফ, আহমদ)

- তাদের ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না; তাঁরা ঘর চান নি, বাড়ি চান নি।

(আজাদ, হুমায়ুন)

চর্যাপদের কবি, মানুষ, জীবিকা

- তুলা ধুনা,
- নৌকা চালানো,
- মদ চোলাই,
- নদীঘাট থেকে জলভরা,
- সাঁকো তৈরি করা,
- দাবা খেলা,
- শবরবৃত্তি,
- গোয়ালবৃত্তি

- এক সে শুণ্ডিনী ঘরে সান্ধই
টীঅণ বাকলত বারুণী বান্ধই।।

... ..

দসমী দুয়ারত চিহ্ন দেখিয়া
আইওল গরাহক আপনে বহিয়া।।

- টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেসী।।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাএ
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়।।

প্ৰতিদিনেৰ জীবন

- কাপালিক ও যোগিনীদেৱ দেখা যেত।
- ডোম মেয়েদেৱ পেশা ছিল নটী ও গায়িকাবৃত্তি।
- দোকানদাৰিকে পসার বলা হত।
- শূঁড়িৰ কাজ ছিল নাৰীৰ।
- হাতি, উট এ দুটো পশুৰ কথা পাওয়া যায়। হৰিণ জাল ছিড়ে পালাচ্ছে এমন কথা আছে। ‘আপনা মাংসে হৰিণা বৈৰি’ –পদাংশটি বেশ আলোচিত।
- বিবাহ: পড়হ, মাদল, কৰণ্ড, কসালা, দুন্দুহি বাজানো হত।
- বৰকে যৌতুক দেয়া হত।
- বীণা বিশেষ প্ৰচলিত বাদ্যযন্ত্ৰ ছিল।
- পদ্মাৰ গায়ে নৌকা চলছে, এই পদ্মা হয়েই ডাকাতেৰা এসেছে ডাকাতি করতে। খালের ওপৰ সাঁকো বসানো হচ্ছে।
- তালা, চাৰি, কুঠাৰ, টাঙ্গি, দৰ্পণ-এসব তৈজসেৰ নাম রয়েছে।

পৰ্বত ও পেম

উচাঁ উচাঁ পাবত তহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহারী।
তোহোরি নিঅ ঘরনী নাম সহজসুন্দরী।।
নানা তরুবর মউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
(শবরপা)

মায়াপতন

আহবান

জোইনি তুই বিনু খনহি ন জীবমি
তো মুহ চুমিৰ কমলরস পিবমি।।

সমাজের বাহিৰে

দিবশি বহুড়ী কাউ হি ডর ভাই
রাতি ভইলে কামৰু যাই

চর্যাপদের সমাজবয্বস্হার সবরূপ

ডোম, সবর, তাঁতি, মাঝি,
বয্ধ, ধুনুরি পঁভুতি
শর্মজীবী অন্তয্জ শেণির
মানুষের কর্মশীল জীবনের
ছবিই রূপক হিসেবে বেশি
গৃহীত হয়েছে।

- সামন্তবাদী সমাজবয্বস্হা
- শেণিভিত্তিক সমাজকাঠামো
- জীবিকাকেন্দ্রিক ও জীবিকাবহির্ভূত কর্মবয্বস্হা
- নদীমাতৃক জীবনযাত্রা
- মানবশর্মভিত্তিক উৎপাদন
- উদ্বৃত্ত খাদয্হীন জীবনবয্বস্হা
- মুর্দাবয্বস্হা
- সমাজসেবা

চর্যাপদের ধর্মমত

‘বৌদ্ধ সহজযানী দর্শন
একান্তভাবে ভাববাদী।
বস্তুবিশবকে ভাঁত্তিচত্তের
পঁতিভাস বলে চর্যাকারেরা মনে
করেন’

(গুপ্ত, ফেত)

কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল
চঞ্চল টীএ পৈঠা কাল
দিট করিঅ মহাসুহ পরিমাণ
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান

- চর্যাকারেরা বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুসারী এবং এ পথের উঁচুস্তরের সাধক।
- এ বস্তুবিশব মরুভূমির মরীচীকার মত মিথ্যা; বালুর তেল, শশকের শিং, আকাশ কুসুমের মত অলীক। পঁত্তা দবারা এ ভাঁত্তি তারা অপনোদন করতে চান। অর্জন করতে চান পরমশূন্য হৃদয়। হতে চান মোমশিখার মত নিষ্কম্প।

গল্পপঞ্জি

আলম, মাহবুব (২০১৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান
বাবার্দাস

এন্ড কোম্পানি, ঢাকা। (পৃ. ৩১-৩৫, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫১, ৫২,
৬১-৬৫)

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৭৬) লাল নীল দীপাবলী বা বাংলা
সাহিত্যের জীবনী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।